তারিখ 30 DEC 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

যায়যায়দিন

৬ বছরে ভর্তি ফি বেড়েছে দ্বিগুণ : রসিদ ছাড়াই অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার অভিযোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এসএম নাদিম মাহমুদ রাবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথম বর্ষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। মূল ভর্তি ফি ছাড়াও প্রায় প্রতিটি বিভাগে অসমভাবে বিনা রসিদে গুনতে হচ্ছে এ অর্থ। তবে কি কারণে এ অর্থ নেয়া হয় তা জানানো হয় না শিক্ষার্থীদের।

এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও জানে না, কেন এ অর্থ নেয়া হয়। খোদ প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বহুকাল থেকে নেয়া হয় বলে তা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে গত ছয় বছরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্ধারিত ভর্তি ফি দ্বিগুণ করেছে। চলতি ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে পাঁচশ টাকা বাড়িয়ে আদায় করা হচ্ছে ২ হাজার ৬২০ টাকা।

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে যেখানে ভর্তি ফি বাবদ নেয়া হতো ১১শ টাকা। পরের ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে নেয়া হয় ১২শ টাকা, ২০০৮-৯ ও ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ২ হাজার ১৮৪ টাকা আর ঠিক এক বছর পর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে নেয়া হচ্ছে ২ হাজার ৬২০ টাকা করে।

এদিকে চলতি মাস থেকে শুরু হওয়া ৮টি অনুষদের অধীনে ৪৭টি বিভাগে ৪৯টি বিষয়ে পাঠদানের জন্য ৩ হাজার ৭৮০টি আসনের জন্য উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে এসে নানান বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে বলে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করছেন।

চলতি (২০১২-১৩) শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৫টি খাতে বাণিজ্যিক ও মানবিকে ২ হাজার ৬২০ টাকা ও বিজ্ঞানে ২ হাজার ৭৪৪ টাকা আদায়ের অভিযোগ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

অভিযোগ : ভর্তি

(শেষ পাতার পর)

জন্য নোটিশ দিয়েছে। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে মূল ফি ব্যতীত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিভাগে ২-৪ হাজার টাকা করে অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি ছাড়াও ফলিত গণিত বিভাগে ২ হাজার ৫০০, গণিত বিভাগে ২ হাজার ৪৫০, ফার্মেসি বিভাগে ৩ হাজার ৩৭০, প্রাণ-রসায়নে ৩ হাজার ৭০০, রসায়ন বিভাগে ৩ হাজার ৬০০, পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইউম্যান রিসার্স বিভাগে ৩ হাজার ২০০, পরিসংখ্যান বিভাগে ৩ হাজার, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ২ হাজার ৪০০, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ২ হাজার, মনোবিজ্ঞান বিভাগে ২ হাজার ৮০০, ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগে ২ হাজার ২৫০, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে ২ হাজার ৫০০, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগে নেয়া হচ্ছে ৩ হাজার ৫০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

কৃষি অনুষদের অধীনে জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে প্রশাসন নির্ধারিত ২ হাজার ৭৪৪ টাকা ছাড়াও নেয়া হচ্ছে ৩ হাজার ৫০০ টাকা, প্রকৌশল অনুষদের অধীনে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ২ হাজার ৬০০ টাকা, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ২ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে।

অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্ধারিত ২ হাজার ৬২০ টাকা ছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্মসহ অন্যান্য বিভাগগুলোতে ২ হাজার টাকা এবং আইন অনুষদের অধীনে একটি মাত্র বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগে নেয়া হচ্ছে ২ হাজার ২০০ টাকা।

বাণিজ্য অনুষদের অধীনে ৪টি বিভাগের মধ্যে মার্কেটিং বিভাগে ৩ হাজার ৬০০ টাকা এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে ৪ হাজার ৫০০ টাকা, হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগে ৩ হাজার ১০০ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগে ৩ হাজার ৩০০ টাকা শিক্ষার্থীদের প্রদান করতে হচ্ছে।

কলা অনুষদের অধীনে নির্ধারিত ফি ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১ হাজার ৬০০ টাকা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ২ হাজার টাকা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ২ হাজার ৪২০ টাকা, বাংলা বিভাগে ৩ হাজার ৫৫০ টাকা, ইংরেজি বিভাগে ২ হাজার টাকা, আরবি বিভাগে ২ হাজার ৯০০ টাকা এবং ভাষা বিভাগে ২ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে।

পপুলেশন সায়েন্স বিভাগে ভর্তি হতে আসা সুমইয়া তাবাসুম রিতা বলেন, ব্যাংকে প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত ফি প্রদানের পর এ বিভাগে এসে কোনো রসিদ ছাড়াই ৩ হাজার ২০০ টাকা দিতে বলে বিভাগীয় কর্মকর্তারা।

তবে কি কারণে নেয়া হচ্ছে এ অর্থ সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, এটাই নিয়ম- এক বছর আর কোনো অর্থ দিতে হবে না। এটা দিয়ে এক বছর পড়াশুনা করতে পারবেন।

মোফাজ্জল হোসেন নামের এক অভিভাবক বলেন, প্রশাসনে নোটিশে বলা হয়েছে নির্ধারিত ফি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংকে জমা দিতে হবে। তবে ছেলেকে যখন ভর্তি করাতে বিভাগে যাই তখন আরো ৩ হাজার ৫০০ গুনতে হলো। তারা তো জানেন না কেন এই টাকা নেয়।

তিনি বলেন, এ অর্থ নেয়া তার কাছে বোধগম্য হয়নি।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শিপন আহমেদ যায়যায়দিনকে বলেন, মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদানের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট ঘাটতি শুরু হয়েছে তা পূরণ করার জন্য শিক্ষার্থীই হলো আদায়ের মূল পুঁজি।

তিনি মনে করেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর কোনো কারণ ছাড়াই ভর্তি ফি বাড়ানো অযৌক্তিক। এটা বাড়িয়ে অর্থের সিংহ ভাগ পকেটস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

প্রাণ-রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মাসুদুল হাসান খান বলেন, বিভাগগুলোতে যে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক।

তবে যদি যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে বিভাগগুলো অর্থ আদায় করে, তবে সেই ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বলে তিনি মনে করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধকার (রেজিস্ট্রার) অধ্যাপক এমএ বারী যায়যায়দিনকে বলেন, তারা প্রতি বছরই প্রথম বর্ষের ভর্তি 'ফি' নির্ধারণ করে দেন।

এই 'ফি' ব্যতীত যদি কোনো বিভাগ অর্থ গ্রহণ করে তবে সেটা আমার জানার বাহিরে। তবে তিনি মনে করেন, বহু বছর ধরে এভাবে ভর্তি করানো হয়ে আসছে বলে প্রশাসনও বিষয়টি খতিয়ে দেখেনি।

তিনি আরো বলেন, আপনরা (সাংবাদিক) এ বিষয়টি কেন ভর্তি পরীক্ষার আগে উত্থাপন করেন না? এখন ভর্তি চলছে সেই সময়ে বিষয়টি ভালো দেখায় না।

প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক মামুনুর রশিদ তালুকদার যায়যায়দিনকে বলেন, ওই টাকাগুলো বিভাগের ছোটোখাট কাজে ব্যয় হয়। অনেক সময় গবেষণাগারে খরচ হয়।

তবে সে অর্থ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া কতটা যৌক্তিক এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তা তিনি বলতে পারবেন না। অন্যান্য বিভাগে নেয় বিধায় তার অনুষদের বিভাগগুলোতেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়।

এ বিষয়ে উপাচার্য এম আব্দুস সোবহানের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।